গাংনীতে অভ্যন্তরীণ আমন ধান ও চাউল সংগ্রহের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আমন মৌসুমে অভ্যন্তরীণ ধান ও চাল সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়েছে।

‎‎সোমবার সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের আয়োজনে খাদ্য গুদাম চত্বরে আমন ধান ও চাউল সংগ্রহের উদ্বোধন করা হয়।

‎‎চলতি মৌসুমে গাংনীতে আমন ধান সংগ্রহের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৩ মেট্রিকটন, চালের লক্ষ্যমাত্রা ৩২৬ মেট্রিকটন। ধানের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কেজি প্রতি ৩৪ টাকা এবং চাল ৫০ টাকা। এর মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিসের আওয়াতাভুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ করা হবে এবং চুক্তিবদ্ধ চাল কল মালিকদের নিকট থেকে চাউল সংগ্রহ করা হবে।

‎‎এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ নাবিদ হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোছাঃ ইশরাত জাহান,উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মাসুম বিল্লাহ, কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক ইকবাল হোসেন, ওসি এলএসডি মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক মোহাম্মদ ফাহিম ফয়সাল, উপজেলা চাল কল মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ শহিদুল হক সহ উপজেলা বিভিন্ন কৃষক এবং চাল কল মালিকেরা।

দর্শনা রেলবাজারে ধানের শীষের

প্রচারণা অফিস উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল

দর্শনা রেলবাজার যুবদল নেতাকর্মীদের উদ্যোগে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণা অফিস উদ্বোধন ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে রেলবাজার এলাকায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য ও বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলী। উদ্বোধন শেষে দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, “দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাদের দলের অভিভাবক, আমাদের মা। দেশের গণতন্ত্রের জন্য তিনি দীর্ঘদিন নির্যাতন–জুলুম সহ্য করেছেন, তবুও দেশ ছেড়ে যাননি। একাধিকবার জেল খেটেছেন, স্বৈরশাসন তাকে নিশ্চুপ করতে চেয়েছে, এমনকি চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। আমরা সবাই তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি। আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন।”

উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রতন, সাবেক ওলামা দল সভাপতি ওমর আলী, জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মিঠু, পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল, সেলিম মাহফুজ মিলটন, জিয়াউল হক শাহীন, সেলিম মাহমুদ লিটন, নাসির উদ্দিন, কালু মিয়া, হানিফ, জিনারুল, আরিফ, মাসুদ, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মান্নান মাস্টার, যুগ্ম আহ্বায়ক সজীব আহমেদ ও শাকিল খন্দকার, পৌর ছাত্রদল নেতা রানা এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠান শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্বাচনী সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দামুড়হুদায় রবি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন

দামুড়হুদায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের রবি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো উফশী ও বোরো হাইব্রিড ধানের বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথী মিত্র।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবার উপজেলার ২৫০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২ কেজি উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ বিতরণ করা হবে। এছাড়াও ৮১০ জন কৃষককে ১০ কেজি উফশী জাতের বীজ, ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১০ কেজি ডিএপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা আব্দুল ওয়াহেদ, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সোহরাব হোসেন, বজলুর রহমান, মামুন-অর-রশিদ, নাজমুল হুসাইন, মুকুল হোসেন, জান্নাতুল ফেরদৌস, আসমা আকতার, চাঁদনী খাতুন এবং মুইন নাদিম।

খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, একটি সুস্থ

জাতি গঠন করতে হলে একটি সুস্থ মনের দরকার, একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ দরকার এবং সেটা জন্য একটি সুস্থ দেহ দরকার। সুস্থ দেহের মধ্যেই সুস্থ মন বাস করে। বাংলাদেশে অনেক ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা রয়েছে এর মধ্যে কাবাডি একটি উল্লেখযোগ্য খেলা।

এছাড়াও রয়েছে হাডুডু, গোল্লাছুট আমাদের এই গ্রামীণ খেলাগুলো ঠিকমতো আর প্র্যাকটিস হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষার্থীরা খেলার
মাঠ বিমুখ হয়ে গেছে। তারা
মোবাইলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
আমি এটাকে বলছি ডিজিটাল ডিভাইস
দূষণ। এর কারণে আজকে
শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার দিকে
মনোযোগ নেই। এই মনোযোগ
আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।
খেলাধুলার বিকল্প কখনোই ডিজিটাল ডিভাইস হতে পারে না। ভার্চুয়াল জগত কখনোই বাস্তব জগতের বিকল্প হতে পারে না। তাদের সকলকে অ্যাকচুয়াল জগতে ফিরে আনতে হবে।

শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল ডিভাইস পলিউশনের জন্য আমাদের ইয়াং জেনারেশন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তাদের ওখান থেকে ফিরে আনার আমাদের যে বড় প্রচেষ্টা, তারই অংশ আজকের এই আয়োজন। এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে উন্নত জাতি প্রয়োজন, তা গড়ার একটি পদক্ষেপ।

মাদক ও অনলাইন জুয়া নিয়ে তিনি বলেন, মেহেরপুরে মাদক রোধে যা যা করণীয়, তা জেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রশাসনসহ আমাদের অন্যান্য দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সমন্বিতভাবে কাজ শুরু করব এবং ইতিমধ্যেই কিছু কাজ শুরু করেছি। অনলাইন জুয়ার মতো এত বড় একটি ছোবলে অনেকেই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে। অনেকেই ঘরবাড়ি হারিয়ে ফেলেছে। যারা এর পেছনে আছে, তাদের আমরা খুঁজে বের করে আইনের আওতায় নিয়ে আসব।

প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার

(ইউএনও) খাইরুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাদকের অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো খেলাধুলা। আজকের যুবক যদি স্মার্টফোনের গেমে ডুবে থাকে, তাহলে তার শরীর-মন দুটোই নষ্ট হবে। আমি চাই, মোবাইলের স্ক্রিন নয় খেলার মাঠই হোক তোমাদের আড্ডাখানা। মাদক নয়, ঘাম ঝরানোই হোক তোমাদের নেশা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকাসক্ত হতে না দিতে আজকের যুবকদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা শরীরকে সুস্থ রাখে, মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

কুচকাওয়াজ, জাতীয় সংগীত, রঙিন বেলুন ও ট্রফি উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

এসময় জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারগণ, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভার ১টি মোট ৮টি দল ভলিবল ও কাবাডি দুটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির উত্তর শাখা কার্যালয় উদ্বোধন

মেহেরপুরে পৌর বিএনপির (উত্তর) নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজ সড়কে এই কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুর রহীম, হাজী

ফজলু খান, হাবীব ইকবাল, কামরুজ্জামান বাবু, মিজানুর রহমান মিজা, মফিজুল ইসলাম, শাহ ইসলামসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে জামাতে নামাজ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মেহেরপুরের ঘোষপাড়া সালাত কায়েম পরিষদের উদ্যোগে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ৪০ দিনের জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ার ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঘোষপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর মীর জাহাঙ্গীর আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘোষপাড়া জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল হক।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঘোষপাড়া সালাত কায়েম পরিষদের সাবেক সভাপতি শিপন বিশ্বাস, বর্তমান সভাপতি জান্নাত মীর, সেক্রেটারি আরিস বিশ্বাস, ক্যাশিয়ার সোহানুর রহমান সোহান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শাফিনুর রহমানসহ পরিষদের অন্যান্য সদস্য ও স্থানীয় মুসল্লিরা।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়, নয় বছর থেকে আঠারো বছর বয়সী যে সকল কিশোর জামাতের সাথে পরপর ৪০ দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে, তাদেরকে সাইকেল উপহার দেওয়া হবে।

আয়োজকরা জানান, তরুণ প্রজন্মকে মাদক ও অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রেখে নামাজের প্রতি আকৃষ্ট করাই এ ক্যাম্পেইনের মূল লক্ষ্য। নামাজের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পেলে সমাজ থেকে মাদকসহ নানা অপরাধ কমে আসবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে দেশ, জাতি, মুসলিম উম্মাহ ও মাদকমুক্ত সুন্দর সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন

দামুড়হুদায় দায়সারা গোছের জাতীয় প্রাণীসম্পদ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। “দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি” এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে দামুড়হুদায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী মেলা দায়সারা ভাবে উদ্বোধন করা হয়। মেলার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্যোক্তা ও খামারিদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হলেও, উপজেলার বড় বড় খামারিদের কেউই মেলা সম্পর্কে অবগত নন।

উদ্বোধনী র্যালীতে অংশ নেন আয়োজক কমিটিসহ সরকারি কয়েকজন কর্মকর্তা। সেখানে খামারী ও উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আয়োজনে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খামারী, উদ্যোক্তা ও সচেতন মহল। এছাড়াও মেলার স্টলগুলো ফাঁকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। গুটি কয়েকটি স্টলে রুগ্ন পশু-পাখি প্রদর্শন করা হয়, যা নিয়েও অতিথিদের মুখে নানা সমালোচনা শোনা গেছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল দামুড়হুদার বাস্তবায়নে এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রাণিসম্পদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের উপপরিচালক ডা. আ. হা. ম. শামীমুজ্জামান। তিনি বলেন, প্রাণিসম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। পুষ্টি ও দরিদ্র বিমোচনে এবং গ্রামীণ জীবিকায় এ খাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুনুর রশিদের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা

আক্তার হ্যাপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি কর্মকর্তা লুৎফর নাহার, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহালদার, আইসিটি কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রদর্শনী দেখতে আসা অনেকেই বলেন, সত্যিকার অর্থে প্রাণিসম্পদ খাতকে উন্নত করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের খামারিদের যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তাদের অভিযোগ বছরে এক-দুই দিন মেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না; প্রকৃত ও সক্রিয় খামারিদের মূল্যায়ন করা হয় না।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের এক ভেড়া খামারী জানান, ৮/১০ বছর ধরে তিনি ভেড়া পালন করছেন এবং তার খামারে প্রায় ৫০টি ভেড়া রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি সরকারি প্রাণিসম্পদের কোনো সেবা পাননি। পিপিআরসহ নানা রোগের টিকার জন্য নিজ খরচে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, “সরকারি কোনো সেবা পেলাম না, মেলা হলেও জানতে পারি না।”

হাউলী ইউনিয়নের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকারী এক নারী খামারী বলেন, তিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে ছাগল পালন করছেন। বর্তমানে তার বাড়িতে ২৮টি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে। কিন্তু কেউ কখনো খোঁজ নেয়নি। তিনি বলেন, “প্রাণিসম্পদ কী–তারা কী করে, আমি জানি না। ছাগলের পিপিআর টিকাও আমাকে নিজের টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।”

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বিন ফয়সাল বলেন, সরকার প্রতিটি খাতকে উন্নত করতে প্রচারণা ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ মেলা সম্পর্কে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদেরও জানানো হয়নি। তিনি বলেন, “সরকারের উদ্দেশ্য প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষকে উন্নত জাতের পশুপাখি লালন-পালনে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু দামুড়হুদায় তার ঠিক উল্টোটা দেখা গেছে।”

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র বলেন, “আমাকে শুধু অনুষ্ঠানের সভাপতি করা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু আমার জানা নেই।”

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি : প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি ” এই শ্লোগানে মুজিবনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে মানিকনগর বাসস্ট্যান্ড প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এ সময় তিনি বিভিন্ন প্রাণির প্রদর্শনীর কর্ণার পরিদর্শন করেন।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা : হারিছুল আবিদ এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার মাহামুদুল হাসান , যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুর রকিব , উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইমদাদুল হক , মুজিবনগর উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার জেসমিন সুলতানা , উপজেলা ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা সেলিম রেজা , মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স , মুজিবনগর থানার এস আই কামরুল জিয়া।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন , মুজিবনগর উপজেলা প্রানীসম্পদ অফিসের ভেটেনারি সার্জন সৈয়দ সাকিবুল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশীয় জাতের প্রাণির প্রদর্শনীর কর্নার নিয়ে মোট ৩০ টি স্টল অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভার আগে একটি বর্নাঢ্য র্যালীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় প্রানী সপ্তাহের শুভ সূচনা করা হয়।

আলমডাঙ্গায় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এই উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আশীষ কুমার বসুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. দীনু বন্ধু সাহা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মাহামুদুল হাসান, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যাপক ড. মাহবুব আলম, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা জামায়াত সেক্রেটারি মামুন রেজা, এবি পার্টির রাকিব হাসান প্রমুখ।

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ হবে উন্নতি”এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রধান অতিথি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির আদিম স্লোগান ছিল ‘গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ’। তাই মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামের খামারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবাদি পশু পালনে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। চলমান অর্থনীতিতে আমরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছি। উর্বর কৃষিজমিতে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পশুপালনও এগিয়ে চলছে।

দামুড়হুদায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি শাখার “এটিএম বুথ” এর উদ্বোধন

দামুড়হুদায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি শাখার “এটিএম বুথ” এর উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার সময় সোনালী ব্যাংকের নীচে এটিএম বুথের উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা - মেহেরপুর অন্চলে এই প্রথম দামুড়হুদা শাখার এটিএম বুথে সিআরএম মেশিনের মাধ্যমে টাকা জমা এবং উত্তলোন করা যাবে। যাতে ব্যাংকীং সেবার মান আরও উন্নত হয় এবং সাধারণ গ্রাহকের কথা চিন্তা করেই নতুন এটিএম বুথে এমন সংস্কার করা হয়। এর আগে এসব অঞ্চলে শুধু মাত্র এটিএম বুথে টাকা উত্তোলন করা যেতো, কিন্তু এখন থেকে টাকা উত্তোলনের সাথে টাকা জমাও করা যাবে।

দামুড়হুদা সোনালী ব্যাংক পিএলসি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুল লতিফ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ইনচার্জ) হারুনূর রশিদ, সিনিয়র অফিসার মন্জুরুল হাসান।

এসময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা রহমান, দামুড়হুদা সোনালী ব্যাংক শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার মাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার আরিফ বিল্লা, সিনিয়র অফিসার (ক্যাশ) সোহেল রানা, অফিসার অমিত কুমার, সাইফুল ইসলাম, অফিসার (ক্যাশ) এসএম মহাসিন কবির, রিগান হোসেন সহ ব্যাংকের সকল স্টাফ, আমন্ত্রীত অতিথি ও সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।